বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৬ ফাল্গুন ।।১৪৩২।।বুধবার ১১ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮০ সংখ্যা ।।৫ পাতা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৬ ফাল্গুন ।।১৪৩২।।বুধবার ১১ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৮০ সংখ্যা ।।৫ পাতা

হরমুজে মাইন বিছানোর চেষ্টা! ১৬টি ইরানি জাহাজ ধ্বংসের দাবি আমেরিকার

বাতাসে বারুদের গন্ধ, তবুও দিল্লির চেয়ে 'শুদ্ধ' তেহরানের বাতাস!

জ্বালানির ছেঁকা গোটা বিশ্বে! কার্যত লকডাউন পাকিস্তানে, বন্ধ স্কুল-কলেজ

দেশে প্রথম নিষ্কৃতিমৃত্যুতে সায় দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দেশে প্রথম নিষ্কৃতিমৃত্যুর অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। দীর্ঘ ১৩ বছর কোমার অন্ধকারে ডুবে থাকা যুবক হরীশ রানাকে নিষ্কৃতি দিতে ঐতিহাসিক রায় দিল দেশের শীর্ষ আদালত। বুধবার বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ দিল্লির এইমসের তত্ত্বাবধানে হরীশের জীবনদায়ী ব্যবস্থা বা লাইফ সাপোর্ট খুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে ভারতের বিচারবিভাগীয় ইতিহাসে 'প্যাসিভ ইউথ্যানাসিয়া' বা পরোক্ষ নিষ্কৃতিমৃত্যুর এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল বলে মত ওয়াকিয়াবহল মহলের মতে ।২০১৩ সাল থেকে হরীশের জীবন এক নিথর যন্ত্রণার নাম। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল এই ছাত্রটি হস্টেলের পাঁচতলা থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পান। সেই থেকে তিনি শয্যাশায়ী। কোয়াড্রিপ্লেজিয়া রোগে আক্রান্ত হরীশের বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও সংযোগ ছিল না। এমনকি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাঁর কোনও চেতনা ছিল না। এই দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে ছেলের বিছানার পাশে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা। অবশেষে সন্তানের অন্তহীন কষ্ট লাঘব করতে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন। শীর্ষ আদালত তাঁর রায়ে শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট'-এর সেই অমর পঙ্ক্তি 'টু বি অর নট টু বি' উল্লেখ করে হরীশের শারীরিক অবস্থাকে অত্যন্ত 'দুঃখজনক' বলে বর্ণনা করেছে। আদালত জানিয়েছে, সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার যেমন আছে, তেমনই সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুর অধিকারও একটি মৌলিক অধিকার। হরীশের মেডিক্যাল রিপোর্ট খতিয়ে দেখে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, তাঁর সুস্থ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এর পরেই আদালত কৃত্রিম উপায়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার প্রক্রিয়া বন্ধ করার অনুমতি দেয়। তবে এই নিষ্কৃতিমৃত্যু কার্যকর হবে এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে। বিচারপতিরা নির্দেশ দিয়েছেন, হরীশকে দ্রুত দিল্লির এইমসে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে ভর্তি করতে হবে।

সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে এবং ধাপে ধাপে তাঁর লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম ও কৃত্রিম খাবার বন্ধ করা হবে। যাতে হরীশের মর্যাদা ও সম্মান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে, ভারতে 'অ্যাক্টিভ ইউথ্যানাসিয়া' বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটানো নিষিদ্ধ থাকলেও, পরোক্ষভাবে চিকিৎসা বন্ধ করে মৃত্যুবরণ করার অধিকার স্বীকৃত। রায়ে হরীশের বাবা-মায়ের দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন বিচারপতিরা। তাঁরা জানান, এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মূলত দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে, রোগীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা এবং তাঁর জন্য কোন পথটি সবচেয়ে মঙ্গলজনক। ২০১৮ সালের 'কমন কজ' বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলার ঐতিহাসিক রায়কে হাতিয়ার করেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে আদালত কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছে, নিষ্কৃতিমৃত্যু নিয়ে দেশে একটি নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ আইন প্রণয়নের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করার। ১৩ বছরের এক অবশ লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়ে হরীশ এখন অনন্ত শান্তির পথে।

বাংলা চিরকাল আমার 'দ্বিতীয় বাড়ি' হয়েই থাকবে

রাজ্যবাসীকে আবেগঘন চিঠি বিদায়ী রাজ্যপালের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আজই শহর ছাড়ছেন সিভি আনন্দ বোস। তবে যাওয়ার আগে রাজ্যবাসীকে দেওয়া এক খোলা চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, পদ ছাড়লেও বাংলা ছাড়ছেন না তিনি। তাঁর হৃদয়ে পশ্চিমবঙ্গ চিরকাল 'দ্বিতীয় বাড়ি' হয়েই থাকবে। বুধবার বেলা তিনটে নাগাদ কলকাতার পাট চুকিয়ে কেরলের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা বিদায়ী রাজ্যপালের। তার ঠিক আগেই এক দীর্ঘ ও আবেগপূর্ণ বার্তায় রাজ্যবাসীর প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিলেন তিনি। গত ৫ মার্চ আকস্মিকভাবেই পদত্যাগ করেছিলেন সিভি আনন্দ বোস। ব্যক্তিগত কারণেই এই অব্যাহতি বলে জানিয়েছিলেন তিনি। তারপর দিল্লি হয়ে কলকাতায় ফিরলেও রাজভবনের বদলে উঠেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক অতিথিশালায়। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আজ বোস যখন শহর ছাড়ছেন, ঠিক তখনই নতুন রাজ্যপাল হিসেবে আর এন রবির কলকাতায় পৌঁছনোর কথা রয়েছে ।রাজ্যবাসীর উদ্দেশে লেখা চিঠিতে বোস জানিয়েছেন, রাজ্যপাল পদের মেয়াদ ফুরোলেও এ রাজ্যে তাঁর যাত্রা শেষ হয়ে যায়নি। তিনি লিখেছেন, 'রাজ্যপাল পদে আমার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবুও পশ্চিমবঙ্গে আমার যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। আমি আমার দ্বিতীয় বাড়ি-পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যুক্ত থাকব।' কলকাতার রাজভবন থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে বাংলার সাধারণ মানুষের থেকে পাওয়া ভালোবাসা ও সমর্থনের কথা বারবার ফিরে এসেছে তাঁর কলমে। তিন বছরের কার্যকালে বাংলার আনাচ-কানাচ ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর চিঠির মূল সুর। গ্রাম থেকে শহর, সাধারণ মানুষের কুঁড়েঘর থেকে পণ্ডিতদের আসর সর্বত্রই তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতি খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি ঈশ্বরকে খ ুঁজতে চেয়েছিলাম। কলকাতার অলি-গলিতে, গ্রাম ও শহরের রাস্তায়, শিশুদের উজ্জ্বল উৎসাহী চোখে, বয়স্কদের স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছি।'বিদায়ী বার্তায় উঠে এসেছে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গও। গান্ধীজির সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করে তিনি জানান, আজ তিনিও অনুভব করছেন যে বাংলা তাঁকে ছাড়বে না এবং তিনিও বাংলাকে ছাড়তে পারছেন না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করে সাধারণ মেহনতি মানুষের জয়গান গেয়েছেন তিনি। বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যে আত্মিক টান তৈরি হয়েছে, সেই 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট চুম্বকত্ব'ই তাঁকে বারবার এ রাজ্যের কথা মনে করাবে বলে জানিয়েছেন বোস ।চিঠির শেষে বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে তিনি লিখেছেন, 'আগামী দিনগুলিতে বাংলা গৌরবের উচ্চতায় পৌঁছাক। সকলের জন্য সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য বয়ে আনুক।' মা দুর্গার আশীর্বাদ ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়েই নিজের বিদায়ী বক্তব্য শেষ করেছেন তিনি। বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর এই শেষ বার্তা আসলে এক নতুন শুরুরই ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

কলকাতায় একধাক্কায় বাড়ল অটোভাড়া

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ যুদ্ধে তপ্ত বিশ্ববাজারের আঁচ লাগল খাস কলকাতার রাজপথে। একলাফে লিটার প্রতি ৫ টাকা দাম বাড়ল অটোর গ্যাসের। বুধবার ভোর থেকেই জ্বালানির জন্য পাম্পে অটোচালকদের দীর্ঘ লাইন। অভিযোগ, রাতারাতি সিএনজির দাম ৫৭ টাকা ৬৮ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬২ টাকা ৬৮ পয়সা। এই মূল্যবৃদ্ধির জেরে শহর ও শহরতলির একাধিক রুটে কার্যত 'জোর' করেই ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন চালকরা। পরিস্থিতি এমন যে, চিংড়িহাটা থেকে এসডিএফ মোড় পৌঁছতে এখন ১৫ টাকার বদলে ১৮ টাকা গুণতে হচ্ছে যাত্রীদের। গড়িয়া, সোনারপুর বা বারুইপুর রুটেও ভাড়ার চাকা ঘুরছে ওপরের দিকে। মধ্যবিত্তের পকেটে সরাসরি কোপ পড়ায় ক্ষোভ বাড়ছে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। অটোচালক সংগঠনের দাবি, জ্বালানি অমিল। পাম্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েও গ্যাস মিলছে না। তাঁদের হুঁশিয়ারি, '২-৩ টাকা নয় বাড়তি দামে অটোর গ্যাস ভরাতে হলে প্রতিটি রুটে ৫-১০ টাকা করে বাড়তে পারে ভাড়া। নইলে অটো পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও গতি থাকবে না চালকদের।' পাম্প কর্তৃপক্ষের সাফাই, নির্দেশিকা মেনেই দাম বেড়েছে। বিপাকে শুধু পরিবহন নয়, শহরের নামী রেস্তরাঁ থেকে সাধারণের হেঁশেল, সর্বত্রই এখন 'গ্যাসের ব্যথা'। ডেকার্স লেন থেকে পার্ক সার্কাস, জোগান কম থাকায় অনেক দোকান বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বুকিং সেরেও গ্যাস না পাওয়ায় মাথায় হাত গৃহিণীদের।

গাধা পুষলে বিরাট আয়!

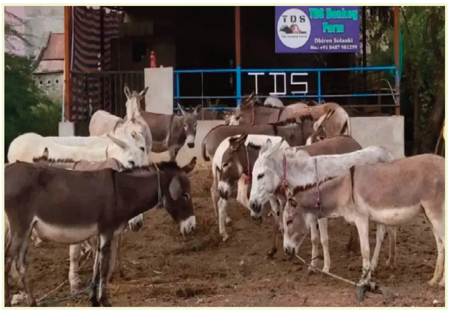

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দেশে দ্রুত কমে যাচ্ছে গাধার সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে গাধা সংরক্ষণ ও গাধা পালনে মানুষকে উৎসাহ দিতে বড় উদ্যোগ নিল কেন্দ্র সরকার। জাতীয় প্রাণিসম্পদ মিশন (এনএলএম) - এর আওতায় গাধা প্রজনন ও খামার তৈরির জন্য মোটা অঙ্কের আর্থিক ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।সরকার জানিয়েছে, এই প্রকল্পে গাধা পালনের জন্য মোট প্রকল্প খরচের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়া হবে। একজন আবেদনকারী সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন।এই প্রকল্পে ব্যক্তি কৃষক, উদ্যোক্তা, কৃষক উৎপাদক সংগঠন (এফপিও), স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী (এসএইচজি), যৌথ দায়বদ্ধতা গোষ্ঠী (জেএলজি), কৃষক সমবায় সংগঠন (এফসিও) এবং সেকশন ৮ কোম্পানি আবেদন করতে পারবে। মূল লক্ষ্য হল গাধা পালনকে একটি সংগঠিত ব্যবসায় পরিণত করা এবং গ্রামীণ এলাকায় নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা।সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, এই প্রকল্পের পূর্ণ সুবিধা পেতে হলে একটি খামারে কমপক্ষে ৫০টি স্ত্রী গাধা এবং ৫টি পুরুষ গাধা রাখতে হবে। ভর্তুকির টাকা দিয়ে খামারের ঘর বা শেড তৈরি, গাধা কেনা, পশুর বীমা, খাদ্যের ব্যবস্থা, জমি প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার মতো খরচ মেটানো যাবে।এই প্রকল্পের টাকা দুই ধাপে দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তি দেওয়া হবে যখন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ অনুমোদন হবে।

এরপর খামারের কাজ সম্পূর্ণ হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে।সরকারের এই সিদ্ধান্তের পেছনে বড় কারণ হল দেশে গাধার সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়া। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, ২০১২ সালের প্রাণিসম্পদ শুমারি-তে দেশে প্রায় ৩.২ লক্ষ গাধা ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের ২০তম প্রাণিসম্পদ শুমারি-তে সেই সংখ্যা কমে প্রায় ১.২৩ লক্ষে নেমে আসে। অর্থাৎ কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় ৬১ শতাংশ কমে গেছে গাধার সংখ্যা।বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষি ও পরিবহণে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় গাধার প্রয়োজন কমেছে। আগে গ্রামাঞ্চল, নির্মাণকাজ এবং ইটভাটায় মালপত্র বহনে গাধা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। এখন সেই জায়গা নিয়েছে ট্রাক্টর, ছোট ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন। পাশাপাশি শহরায়ণ এবং গাধা চলাচলের জায়গা কমে যাওয়াও গাধার সংখ্যা কমার একটি বড় কারণ।সরকার মনে করছে, নতুন এই প্রকল্প গাধার সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করবে। একইসঙ্গে পশুপালনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে।

৫ সবজি খেলেই সুস্থ থাকবে লিভার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আধুনিক জীবনযাপনে অল্প বয়সেই শরীরে থাবা বসাচ্ছে বিভিন্ন অসুখ। যার মধ্যে নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার অন্যতম। সহজভাবে বলতে গেলে, লিভারে জমে মেদ। যা অজান্তেই হজম ক্ষমতা সহ নানা শারীরিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লিভারের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে শুধু ওষুধ নয়, প্রয়োজন সঠিক ডায়েটের মাধ্যমে লিভার ডিটক্সিফিকেশন। সেক্ষেত্রে নিয়মিত কয়েকটি সবজি খেলে উপকার পাবেন।

ব্রকলি ঃ লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ভাল ব্রকলি। এই সবজিতে রয়েছে একাধিক পুষ্টির উপকরণ। তবে কাঁচা নয়, ব্রকলিও সেদ্ধ করে খাওয়া জরুরি। নাহলে পেটের সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

বাঁধাকপি ঃ বাঁধাকপি খেলে লিভারের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। স্যালাডে অনেকে বাঁধাকপি খেয়ে থাকেন। তবে একদম কাঁচা না খেয়ে হালক সেদ্ধ করে খাওয়াই শ্রেয়।

অঙ্কুরিত মুগ ঃ স্প্রাউট বা অঙ্কুরিত মুগে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিগুণ রয়েছে। মুগ, ছোলা খেলে লিভার ভাল থাকে, হজম ক্ষমতা বাড়ে। এই উদ্ভিজ প্রোটিন লিভারের কার্যকারিতাকে বাড়ায়।

বিট ঃ লিভারের জন্য বিট খাওয়া খুবই ভাল। এই সবজির মধ্যে রয়েছে ফাইবার, ফোলেট , ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম, আয়রন, ভিটামিন সি। লিভারের প্রদাহজনিত সমস্যা কমাতে বিট দারুণভাবে সাহায্য করে।

অ্যাভোকাডোঃ পেস্ট দিয়ে টোস্ট খাওয়ার চল অনেক বাড়িতেই রয়েছে। লিভার থেকে টক্সিন বা দূষিত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে এই অ্যাভোগাডো। তাই লিভার ভাল রাখতে অ্যাভোগাডো খেতে পারেন।

আজও সূর্য ডোবার পর এই মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ

ঈশ্বর যেখানে থাকেন, সেখান থেকে শতহস্ত দূরে থাকে ভূত-প্রেতের দল, এমনটাই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের। কিন্তু এ হিসেব বদলে যায় মধ্যপ্রদেশের কাঁকনমঠের ক্ষেত্রে। এই মন্দিরের বয়স হাজার বছরেরও বেশি।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ঈশ্বর যেখানে থাকেন, সেখান থেকে শতহস্ত দূরে থাকে ভূত-প্রেতের দল, এমনটাই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের। কিন্তু এ হিসেব বদলে যায় মধ্যপ্রদেশের কাঁকনমঠের ক্ষেত্রে। এই মন্দিরের বয়স হাজার বছরেরও বেশি। কেবল স্থাপত্যশৈলীর জন্য নয়, মন্দিরের পরিচিতির আসল কারণ, এর নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক রহস্যজনক কাহিনি। কেউ মনে করেন, তা কেবলই লোককথা। যদিও বাস্তবচিত যুক্তি দিয়ে যে পৃথিবীর সব রহস্যের সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে একমত হতেই হয়। বিশেষ করে সে গল্পে যখন উল্লেখ থাকে অশরীরীদের, তখন রহস্য আরও ঘনায় বৈকি! মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলার সিহোনিয়ার কাছে অবস্থিত কাঁকনমঠ। মন্দিরটি নির্মিত হয় আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে। তত্ত্বাবধান জনিত অবহেলার কারণে বর্তমানে তার ভগ্নপ্রায় দশা। তবু তার কঙ্কালপ্রায় শরীরটি নিয়ে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁকনমঠ। মন্দিরটির কারুকাজ দেখতে ভিড় করেন পর্যটকরা। খাতায় কলমে এ মন্দির অবশ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে সংরক্ষিত।এ মন্দিরে অধিষ্ঠান করেন দেবাদিদেব। মন্দিরের গর্ভগৃহে আজও রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, পূর্বে এই মন্দির ঘিরে এক বৃহত্তর চত্বর ছিল। মূল মন্দির ছাড়াও চার পাশে ছিল চারটি ছোট মন্দির। ঈশ্বর যেখানে থাকেন, সেখান থেকে শতহস্ত দূরে থাকে ভূত-প্রেতের দল, এমনটাই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের। কিন্তু এ হিসেব বদলে যায় কাঁকনমঠের ক্ষেত্রে! আনুমানিক ১০১৫-১০৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কচ্ছপঘাটা বংশের শাসক রাজা কীর্তিরাজ। সিহোনিয়ায় এই শিবমন্দির তৈরির উদ্যোগ যে তাঁরই, তা জানা যায় গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত এক শিলালিপি থেকে। সে সময় অবশ্য সিহোনিয়ার নাম ছিল সিংহপানিয়া। রাজা কীর্তিরাজ রাজত্ব করতেন সেখানে। মন্দিরের নাম কাঁকনমঠ হওয়ার পিছনেও রয়েছে রাজা কীর্তিরাজের এক অত্যন্ত ব্যক্তিগত কারণ।প্রচলিত লোককথা অনুসারে, রাজা কীর্তিরাজের সবচাইতে প্রিয় রানির নাম ছিল কাঁকনবতী বা কাঁকনদেবী। তিনি ছিলেন মহাদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর ইচ্ছে পূরণ করতেই এ শিবমন্দিরের নির্মাণে সচেষ্ট হন রাজা কীর্তিরাজ। মন্দিরের নামে জুড়ে দেন রানির নাম। যাতে শত বছর পেরিয়েও লোকমুখে রানির নামটি বেঁচে থাকে। সে উদ্দেশ্য যে সফল, তা বলাই বাহুল্য।তবে আরও একটি মত প্রচলিত রয়েছে মন্দিরের নামকরণ প্রসঙ্গে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, নির্মাণকালে চূড়া পর্যন্ত সোনা দিয়ে মোড়া ছিল এই মন্দির। সোনার অপর নাম কনক হওয়ায়, মন্দিরের নামই হয়ে

যায় কনকমঠ। পরে সেই নামই লোকের মুখে মুখে কাঁকনমঠ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এমন দাবির বাস্তব ভিত্তি নিয়ে সংশয় রয়ে যায়।বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় মন্দিরের অসামান্য নির্মাণশৈলী দেখে। কোনও রকম চুন, সিমেন্ট কিংবা আঠাজাতীয় পদার্থ নয়। মন্দিরটির দাঁড়িয়ে থাকার মূলে কেবল ভারসাম্যের খেলা! বিশাল বিশাল পাথরের টুকরোকে এমন নিখুঁতভাবে একটির ওপর একটি চাপিয়ে রাখা হয়েছে যে হাজার বছরের ঝড়বাদলা-ভূমিকম্প পেরিয়েও মন্দিরের ভিত টলে যায়নি। আগামী বহু বছরও তা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে একইভাবে।আর অবাক করা নির্মাণশৈলীই জন্ম দিয়েছে নানা লোককাহিনির। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, এমন নিখুঁত নির্মাণের পিছনে মানুষ নয়, রয়েছে কোনও অশরীরী শক্তি! কথিত রয়েছে, মাত্র এক রাতেই নাকি তৈরি হয়ে গিয়েছিল ১১৫ ফিট উঁচু এই মন্দির। মন্দির তৈরিতে ব্যবহার হয়েছিল এমন ধরণের পাথরের চাঁই, যা সাধারণত সে এলাকায় পাওয়া যায় না। এমনকি পাওয়া যায় না আশেপাশের কোনও এলাকাতেও। অমানসিক শক্তিধর অশরীরীরা হাওয়ায় উড়িয়ে এনেছিল সেসব পাথর। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার আগেই ভোর হয়ে যায়! সূর্যের আলো ফুটতে শুরু করে আকাশের কোনে। এমন অবস্থায় দ্রুত উধাও হয়ে যায় অশরীরীর দল। মন্দিরের কাজ তখনও অসম্পূর্ণ। সেই থেকে আজও একইভাবে অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে মন্দিরটি। যে অজানা শক্তির হাত ধরে কাজটির সূচনা, সে আর ফিরে আসেনি কখনোই। স্থানীয়দের বিশ্বাস, মন্দিরের ভিতরেও রয়ে গিয়েছে অলৌকিক শক্তির রেশ। যা চোখে না দেখা গেলেও, আছে! সেই শক্তিই এত বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে প্রায় ধসে যাওয়া এই মন্দিরটিকে। যদিও সত্যিই যে এক রাতের মধ্যে তৈরি হয়েছিল কাঁকনমঠ, এ যুক্তির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি মেলে না খুঁজলেও। সমস্তটাই জনশ্রুতি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমনধারা গল্পের জন্মের কারণ মন্দিরের সুকৌশলী নির্মাণকাজ।তবে কাঁকনমঠের জনপ্রিয়তার পিছনে মূল কারণই এই ভূতেরা!

অর্থাৎ, মন্দিরের সঙ্গে অশরীরীদের যুক্ত থাকার গল্প রটে যাওয়াতেই তা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর দেশ বিদেশ থেকে বহু মানুষ এই মন্দির দেখতে আসেন। অনেকেই আবার মনে করেন, বিশেষভাবে পবিত্র এই মন্দির। তীর্থস্থান হিসেবে তাঁরা গণ্য করেন কাঁকনমঠকে। প্রতি শিবরাত্রিতেই বিপুল পরিমাণে ভক্ত সমাগম হতে দেখা যায় সেখানে।সত্যি কোন ঘটনা রয়েছে কাঁকনমঠ নির্মাণের নেপথ্যে?

কেন এর সঙ্গে জুড়ে গেল অলৌকিক শক্তির যুক্ত থাকার কাহিনি? মন্দির তৈরির দায়িত্ব কাদের হাতে সঁপেছিলেন রাজা কীর্তিরাজ? বিরল পাথরখণ্ডগুলিই বা এসেছিল কোথা থেকে? জানা যায় না। কিন্তু আজও সন্ধের পর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ নিষিদ্ধ সাধারণের! তবে কি কাঁকনমঠের সঙ্গে জুড়ে থাকা গল্পগুলি আসলে মিথ্যে নয়? সে উত্তর অধরাই থেকে যায়।

এসএফআই নেতার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, অস্বস্তিতে সিপিএম

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের এক নেতার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে একই সংগঠনের এক ছাত্রী কমরেডের কাছ থেকে। অভিযুক্ত ও অভিযোগকারিণী;দু'জনেই এসএফআইয়ের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে সংগঠনের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।সূত্রের খবর, বেলেঘাটা এলাকার ওই ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই ছাত্রী কমরেড। অভিযোগ ওঠার সময়েই বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে এসএফআইয়ের কলকাতা জেলা সম্মেলন। সম্মেলনের আগে বিতর্ক বাড়তে না দিতে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও সংগঠনের একাংশের দাবি। অভিযুক্ত ওই ছাত্র নেতা এসএফআইয়ের রাজ্য কমিটিরও সদস্য বলে জানা গেছে।অভিযোগকারিণীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই নেতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। সেই সূত্রেই দু'জনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। পরে তিনি জানতে পারেন, অভিযুক্ত নেতার আরও কয়েকজন মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। এই নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর অভিযুক্ত তাঁকে অপমান করেন এবং 'ইন্টেলেকচুয়ালি নিম্নমানের' বলে মন্তব্য করেন বলেও অভিযোগ।ঘটনার পর অভিযোগকারিণী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন বলে সংগঠনের একাংশের দাবি। তাকে বিষয়টি আর না বাড়ানোর জন্যও চাপ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। কারণ, বেলেঘাটা এলাকার ওই ছাত্র নেতা সদ্য ছাত্র লোকাল কমিটির দায়িত্ব ছেড়েছেন এবং কলকাতা জেলা এসএফআইয়ের সভাপতি বা সম্পাদক পদে আসার দৌড়েও রয়েছেন বলে সংগঠন সূত্রে খ বর উল্লেখ্য, এর আগেও এসএফআই ও সিপিএমের অন্দরে যৌন হেনস্তার অভিযোগ সামনে এসেছে। বিভিন্ন সময়ে এমন অভিযোগে একাধিক নেতার বিরুদ্ধে দলীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তৈরি হয়েছে।

বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন,তৃণমূলে যোগ দিলেন শতাধিক কর্মী

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জেলা জুড়ে বিরোধী শিবিরে ভাঙন অব্যাহত। এবার জলপাইগুড়ি-সদর বিধানসভার গড়ালবাড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত শোভাগঞ্জ বুথে বিজেপি ও সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রায় ১২৫ জন কর্মী-সমর্থক। জানা গেছে, শোভাগঞ্জ বুথের মোট ৩৫টি পড়িবার থেকে এই কর্মী-সমর্থকেরা দল পরিবর্তন করেছেন।বুধবার একটি যোগদান সভার মাধ্যমে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন। জলপাইগুড়ি জেলা এসসি/ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি-সদর, রাজগঞ্জ ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে তাদের এই যোগদান সম্পন্ন হয়।নতুন যোগদানকারীদের তৃণমূল কংগ্রেসে স্বাগত জানিয়ে কৃষ্ণ দাস জানান, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ ও মানুষের পাশে থাকার রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকেরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।রাজনৈতিক মহলের মতে, জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিজেপি ও কংগ্রেসে ভাঙনের ধারা ক্রমশ বাড়ছে। বিভিন্ন এলাকায় বিরোধী শিবির ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ঘটনা সামনে আসছে। শোভাগঞ্জ বুথের এই যোগদান সেই ধারাকেই আরও স্পষ্ট করল বলে মনে করা হচ্ছে।

দুর্গাপুরে পুলিশ অফিসারের বাড়িতে ইডির তল্লাশি

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , দুর্গাপুর ঃ আবারও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসআই বা সাব ইন্সপেক্টর মনোরঞ্জন মন্ডলের দুর্গাপুরের বাড়িতে হানা দিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। তবে, পুলিশ অফিসার বাড়িতে আছে কিনা তা জানা যায় নি। উল্লেখ্য, গত ৩ ফেব্রুয়ারি ইডির আধিকারিকেরা এই পুলিশ অফিসারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা তার বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার জন্যও ডাকা হয়েছিল তবে সূত্রের খবর, একাধিকবার নোটিস পাঠানো হলেও তিনি সেখানে হাজির হননি।এরই মধ্যে বুধবার সকালে ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছন। সকাল থেকেই সেখানে তল্লাশি অভিযান চলছে। ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।প্রসঙ্গত, কি কারণে এই তল্লাশি এবং কোন মামলার সূত্রে তদন্ত চলছে, তা নিয়ে এখনও সরকারিভাবে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ইডি।অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, মনোরঞ্জন মন্ডল ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

সিপিএম-বিজেপি সংঘাত দীপ্সিতার সভা ঘিরে অশান্তি

বাবলু রহমান ,নয়া জামানা , জলপাইগুড়িঃ জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার পান্ডাপাড়া কালিবাড়ি এলাকায় সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধরের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এদিন সন্ধ্যায় উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির পতাকা খোলাকে কেন্দ্র করেই এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষে আগে থেকেই তাদের দলীয় পতাকা লাগানো ছিল। সিপিএমের অভিযোগ, বিজেপির কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর স্থানটি ফাঁকা করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল, যাতে তারা নিজেদের কর্মসূচির জন্য সেখানে পতাকা লাগাতে পারে। তবে বিজেপির দাবি, তাদের না জানিয়েই পতাকা খ ুলে ফেলা হয়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীরা সভাস্থলে এসে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। ক্রমেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনাও ঘটে।এরই মধ্যে সিপিএম কর্মীরা সেখানে নিজেদের দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেন।পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিতে পারে আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছয় পুলিশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আসে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।এই উত্তেজনার মধ্যেও সিপিএমের নির্ধারিত কর্মসূচি ব্যাহত হয়নি।দীপ্সিতা ধর সভা করেন এবং কর্মসূচি শেষ করে সেখান থেকে ফিরে যান।ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিএম জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কৌশিক ভট্টাচার্য বলেন,বিজেপির নেতাদের জানানো হয়েছিল, তাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি জায়গাটা ফাঁকা করে দেয়, তাহলে আমরা আমাদের পতাকা লাগাতে পারি। আমরা কাউকে অসম্মান করিনি। রাজনৈতিক সৌজন্য বজায় রাখা সবারই দায়িত্ব।অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য পলেন ঘোষ বলেন, একটি রাজনৈতিক দল কীভাবে অন্য দলের পতাকা খুলে ফেলতে পারে? এতে বোঝা যায় তাদের রাজনৈতিক অধঃপতন কতটা হয়েছে। পরে হয়তো ওরাও বুঝেছে যে তারা ভুল করেছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম বিজেপি নেতা, তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সাগরে সাতসকালে গুলির ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন বিজেপি নেতা ত্রিলোকেশ ঢালি। বুধবার সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আক্রান্ত ত্রিলোকেশ ঢালি মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির প্রাক্তন আহ্বায়ক এবং এলাকার সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবেই পরিচিত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপি এই হামলার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করলেও অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ ত্রিলোকেশ ঢালি বাইক চালিয়ে দলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় গঙ্গাসাগর বাসস্ট্যান্ড ও শ্রীধাম বাসস্ট্যান্ডের মধ্যবর্তী এলাকায় মোটরবাইকে করে আসা দুই দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায়। অভিযোগ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনার পর দ্রুত এলাকা থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।ঘটনার আকস্মিকতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহত বিজেপি নেতাকে উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং সাগরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ করা হয়।ঘটনার খবর পেয়ে গঙ্গাসাগর উপকূল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।

পুরুলিয়ার বিভিন্ন পরবে

রং এর জোগান দেয় মালতি খাদান ওরফে ‘রং পাহাড়’

দগদগে রাঙামাটি, গনগনে পলাশ, ছৌ, অযোধ্যা, বাঘমুন্ডি, গড় পঞ্চকোট কিংবা বড়ন্তি, পুরুলিয়ার জনপ্রিয়তা এগুলো ঘিরে তো বটেই এছাড়াও বাংলার সেপিয়া রঙা এই জেলার আরও কত রং, কত গল্প, কত ঠিকানাখইচ্ছে করেই যেন সেসব একটু অগোচরে থাকে। বিশেষ চমক দেওয়ার জন্য। যেমন ‘রং পাহাড়’। পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার অন্তর্গত বেলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত মালতি গ্রাম। বলরামপুর শহর থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরে, পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খন্ড সীমানার কাছে এই মালতি গ্রামেই রয়েছে একটি খড়ি খাদান , মালতি খাদান ওরফে ‘রং-পাহাড়’। এর মাটিতে মিশে আছে অকার ইয়েলো, বার্ন্ট সাইনা, র’ অ্যাম্বার, হোয়াইট, পেইন্ স গ্রে আরও অনেক রং।দেখলে মনে হবে খয়েরি ছাড়া এই পাহাড়ের অন্য কোনও রং নেই। অথচ, এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা বাদনা, সোহারাই ইত্যাদি পরবের সময় এই খাদানের রঙিন মাটি ব্যবহার করে বাড়ির দেওয়ালে বিভিন্ন চিত্র, আলপনা আঁকেন। টিলাকৃতি এই পাহাড়ের মাথা চ্যাপ্টা কিন্তু এবড়োখেবড়ো। মাঝে রয়েছে গভীর গর্ত, নীচে জল। কিন্তু পুরো টিলা জুড়ে কীভাবে তৈরি হল এত রকম রং? বিভিন্ন সময়ে ভূগর্ভ থেকে উঠে আসা লাভা বাইরে এসে জমাট বেঁধে কালো ব্যাসল্টে পরিণত হয়। এই পাহাড়ে সাদা ও আংশিক কালো খনিজের মিশ্রণে তৈরি আগ্নেয় শিলা গ্রানাইট পাথরও প্রচুর রয়েছে। ভূতাত্ত্বিক, গবেষক এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর মতে সাদা বা হালকা খয়েরি রঙের যে পাথরগুলো রয়েছে ওখানে, সেগুলো নাইসিক শিলা গঠিত হওয়াই সম্ভব। তাঁর কথায় ত্তাঠনগত বিচারে জায়গাটি ভারতের আদিমতম শিলায় গঠিত উপদ্বীপীয় মালভূমি গন্ডোয়ানাল্যান্ডের একটি অংশ। এই অঞ্চলের মূল শিলা হল আগ্নেয় শিলার পরিবর্তিত রূপ, যার ভূতাত্ত্বিক নাম নাইস। লাল রঙের জায়গাগুলো আয়রন অক্সাইড সমৃদ্ধ। লোহার ভাগ বেশি থাকায় রং লাল। এই শিলাময় অংশটাকে ল্যাটেরাইট বলা চলে। সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চলেই এমন ল্যাটেরাইট থেকে সৃষ্ট মৃত্তিকা অনেক জায়গায় দেখা যায়। পুরুলিয়ার বলরামপুর অঞ্চলের আশপাশ, যেমন; ঝালদা বা বাঘমুন্ডি এলাকা; প্রকৃতির এমন মিশ্র শিলা বা শিলাচূর্ণ দিয়ে গঠিত।রং পাহাড়ের রং সৃষ্টির নেপথ্য রহস্য না হয় বোঝা গেল, কিন্তু পাহাড়ের শক্ত মাটি বা পাথর থেকে কীভাবে রং তৈরি হয় এবং তা ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে?

প্রথমেই শক্ত মাটি বা পাথরকে ভালোভাবে গুঁড়ো করে, তা চালুনি দিয়ে চেলে নেওয়া হয়। এবার তা মিহি কাপড়ে ফের ২-৩ বার চেলে নেওয়া হয়। তারপর জল দিয়ে গুলে নিলেই রং রেডি! কেমিক্যাল বাইন্ডিং ছাড়াও রং পাকা করতে পানিয়ালতা গাছের ডাল গরম জলে ফোটালে যে আঠা বেরোয়, তা রঙের সঙ্গে মেশানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মাটির বাড়ির দেওয়ালে কারুকর্ম বা চুনকাম করা ছাড়াও খাদান থেকে প্রাপ্ত খড়ি মাটি সিমেন্ট এবং সেরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

পাখি পাহাড়’ খ্যাত শিল্পী, পুরুলিয়াবাসী প্রবীণ ভাস্কর চিত্ত দে, যিনি বিগত কয়েকবছর ধরে ‘ইন-সিটু রক স্কাল্পচার’-এর কাজ করছেন এবং শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি পাহাড় সংরক্ষণে ব্রতী। তাঁর ডেরায় গেলে দেখা যাবে রং পাহাড়ের রং দিয়ে তিনি দেওয়ালে দেওয়ালে ফুটিয়ে তুলেছেন হলুদ ফুল, সবুজ পাতাবাহার আরও কত কি! একটি ‘ট্রাভেল-ভ্লগ’-এ তিনি বলছিলেন, এই রঙের খাদানটা পুরুলিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। প্রশাসন যদি একটু উদ্যোগ নিয়ে প্রসেসিং করে বা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে, তাহলে কিন্তু এই রং অনেক কাজে লাগবে এবং শিল্পকর্মেরও একটা ধাপ পাওয়া যাবে। এই পাহাড়ে সরকম রং পাওয়া যায়। আমি এখনও অবধি এই রং শুধুমাত্র মাটির উপর ব্যবহার করেছি। এই পাহাড়ের গায়েও কাজের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই রং ক্ষণস্থায়ী, যদি কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা হয় তবেই দীর্ঘস্থায়ী হবে।

মুগ্ধচিত্ত মধুকবি (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) পুরুলিয়া শহর নিয়ে লিখেছিলেন একটি সনেট, যার প্রথম চার পঙক্তি পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে/ বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?/ কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে, / হে পুরুল্যে!...। মনুষ্যত্ব আমাদের শেখায় সুন্দর কিছু ভাগ করে নিতে হয়, এভাবে জানিজানি বাড়ে এবং অগোচর ভেঙে যায়। যেকারণে ৮০০ ফুট উচ্চতার অখ্যাত ‘মুরা বুরু’ আজ জনপ্রিয় ‘পাখি পাহাড়’। আজ হয়তো পর্যটকদের ভিড় নেই, দোকান-বাজারের পসার নেই তবে এভাবে একদিন হয়তো রং পাহাড়ও ভ্রমণপিপাসুর হৃদয়ে রঙিন হয়ে উঠবে।

সৌঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।